সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) কর্তৃক রচিত
বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার সংকলন

একেএম ফখরুল ইসলাম

মুমিনের করণীয়

মুমিনের করণীয়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) কর্তৃক রচিত
বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার সংকলন

সকলন ও সম্পাদনা

এ কে এম ফখরুল ইসলাম
নিউইয়র্ক, ইউএসএ

সাইফাই প্রকাশন

মুমিনের করণীয়
এ কে এম ফখরুল ইসলাম

প্রকাশক
মিসেস সুরাইয়া ইসলাম, এস এ আল মাসুদ ও এস এ আল মোরশেদ
সাইফাই প্রকাশন, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রডাকশন
কামিয়াব প্রকাশন, ৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬।

নির্ধারিত মূল্য : ২৪.০০ (চব্বিশ) টাকা / $ 1.00

সংকলকের কথা

যুক্তরাষ্ট্রের এ সুবিশাল ভূখণ্ডে কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হননি। এটা আল্লাহরই পরিকল্পনা। তাই বলে কি এ ভূখণ্ডের কোটি কোটি মানবগোষ্ঠী আল্লাহর একত্ববাদ, বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তির দিশারি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপ্লবী দাওয়াত ও সত্যের সাক্ষ্য, পুরো মানবজাতির জন্যে একমাত্র দিক-নির্দেশিকা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কল্যাণময়ী আহ্বান, মানবগোষ্ঠীর জন্যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামের সওগাত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? এ দেশে অবস্থানরত মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান, যারা আল কুরআনের বিপ্লবী আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে দীনের নিভু নিভু বাতি ধারণ করে আছেন, এসব ঈমানের দাবিদারদের বিরুদ্ধে আখিরাতের আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হয়ে এ সুবিশাল ভূখণ্ডের লখো-কোটি জনতা কি মামলা দায়ের করবে না? তারা কি বলবে না যে, আমার প্রতিবেশী, আমার বন্ধু, আমার বস্, আমার কর্মচারী, আমার চার্চের প্রতিবেশী, মসজিদগুলোর ইমামগণ ও শত-সহস্র মুসল্লিয়ানে কেরাম, আমার পরিচিত ইসলামী সংগঠনগুলোর অসংখ্য নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীগণ কেউ-ই আমাদের কাছে কস্মিনকালেও আল কুরআনের বিপ্লবী আহ্বান পৌঁছানোর তিল পরিমাণ প্রচেষ্টাও করেননি। তখন আজকের ঈমানের দাবিদারগণের কি কোনো কিছু বলার থাকবে? নাকি তাদের মামলা থেকে রুখছত পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে? আল্লাহর আদেশে যখন আপনি জান্নাতের দিকে দ্রূত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্যোগ নেবেন এ বিপুল জনগোষ্ঠী যদি আপনার সামনে শত-সহস্র অভিযোগ নিয়ে দলে দলে ব্যারিকেড তৈরি করে দাঁড়িয়ে যায় তখন কী করবেন?

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের এক বছর পূর্বে হিজরতের

পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একটি বছর ধরে বিরামহীনভাবে মদীনার ঘরে ঘরে আল কুরআনের বিপ্লবী বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন বলে মদীনার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং অবশিষ্ট জনতা সমর্থকে পরিণত হয়ে নবী করীম (স)-এর মদীনায় আগমনের সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে অধীর আগ্রহে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে দিবা-রাত্রি অপেক্ষমাণ হয়েছিলেন। একজন মাত্র মু'আল্লিম সাহাবী (রা) মদীনার ঘরে ঘরে জীবনের সমূহ ঝুঁকির মোকাবেলায় বিরামহীনভাবে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বিপ্লবী বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে এ দেশে বিভিন্ন হিকমত ও বিশেষ পদ্ধতিতে মু'আল্লিম করে দাওয়াতে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছেন, তাদের প্রচেষ্টায় কতজন দীনের দাওয়াত লাভ করেছে বিগত দু-তিন দশকে।

আল্লাহ্ গোটা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে থেকে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন কালচার ও বর্ণের মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমানকে এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পাশে এনে দাঁড় করালেন কী উদ্দেশ্যে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? আপনার জান, মাল ও সময় তো আল্লাহর কাছে বিক্রি করার চুক্তি হয়েছে জান্নাতের বিনিময়ে। আর তা আবার আপনার কাছে আমানত রাখা হয়েছে। তাঁর নির্দেশের বাইরে তো আপনার কাছে রক্ষিত আমানতের খিয়ানত আপনি করতে পারছেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার আমানতদারি নেই তার ঈমানই নেই'। আল্লাহর দেওয়া চব্বিশ ঘণ্টা থেকে দুটো ঘণ্টা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির শর্ত পালনে ব্যয় করুন। আল্লাহর বাণী আল্লাহর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছিয়ে দিন আর বাকি বাইশ ঘণ্টা তাঁর বিধানমতে আপনার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশিত গাইডলাইনগুলো অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এতে কি আপনার বেশি কষ্ট হবে? আখিরাতের আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়া থেকে মুক্তি পেতে চাইলে, আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলে, চিরস্থায়ী জান্নাতের মতো নিয়ামত পেতে হলে এর বিকল্প নেই। কী

করবেন এ মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে। আল্লাহ আপনাকে আমাকে আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার চুক্তি মোতাবেক সময়, শ্রম ও শক্তিকে দীনী ও দুনিয়াবী উভয় জাহানের কল্যাণে ব্যয় করার তাওফীক দানের কামনা করছি। যুক্তরাষ্ট্রে দীনী কাজের সাথে জড়িত জ্ঞানী-গুণী, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, নর-নারীসহ সর্বস্তরের ঈমানের দাবিদারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বর্তমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা ও দিক-নির্দেশনার পথের কাণ্ডারি আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার ও সুবিখ্যাত তাফহীমুল কুরআন থেকে চয়নকৃত এ ছোট্ট বুকলেটটি সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে হাত দিয়েছিলাম। পাঠকসমাজের কাছে আল্লাহর এ গুনাহগার গোলামের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরামর্শ দিয়ে বাধিত করার অনুরোধ করছি। যাদের সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হচ্ছে আল্লাহ তাদের উভয় জাহানের কল্যাণ করুন এবং আখিরাতে আমাদের সকলকেই নাজাতের ওসীলা করে দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

একেএম ফখরুল ইসলাম
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুমিনের করণীয়

আল্লাহ্ তো মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেই নিয়েছেন

মহান আল্লাহর সাথে মুমিনদের কেনা-বেচার যে চুক্তি হয়েছে তদ্‌সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কিনে নিয়েছেন মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান, মাল ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছে, সংগ্রামরত অবস্থায় উভয় পক্ষই হতাহত হচ্ছে। জান্নাত দানের এ ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি খাঁটি বা সত্য, (যে প্রতিশ্রুতি) এর আগে করা হয়েছিল তাওরাত ও ইনজীলে, আর (এখন) কুরআনেও করা হচ্ছে। আর আল্লাহর চেয়ে কে বেশি ওয়াদা পূরণ করতে পারছে? অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো বা খুশি হয়ে যাও সে কেনা-বেচার চুক্তির জন্যে, যে কেনা-বেচার চুক্তি তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই তো হলো সর্বোত্তম সাফল্য। (সূরা তাওবাহ : ১১১)

আয়াতে কারীমাটিতে প্রকৃত মুসলমানদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পাওনা হওয়া উচিত জান্নাত এবং আল্লাহর সাথে মুমিনদের বায়'আত বা চুক্তির কথা বলা হয়েছে। ইয়াসরিব থেকে আগত হাজীদের কাছ থেকে তিন দফায় বায়'আত নেওয়া হয়েছে মিনার জামরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশের পাদদেশে, যাকে ইসলামের ইতিহাসে বায়'আতে আকাবা বলা হয়ে থাকে।

প্রথম দফা বায়‘আত

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে প্রথম দফা বায়‘আত নেওয়া হয়। হজ্জের মৌসুমে মদীনার ৬ জন লোক গোপনে আকাবায় রাসূল (স) কাছে বায়‘আত গ্রহণ করেন। তাঁরা মদীনায় ফিরে গিয়ে ঘরে ঘরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত দেন।

দ্বিতীয় দফা বায়‘আত

পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ১২ জন মদীনাবাসী আকাবায় একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে হাত রেখে বায়‘আত গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে পূর্বের পাঁচ জন এবং নতুন সাত জন ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাকে দ্বিতীয় বায়‘আতে আকাবা বলা হয়। এবারে তাঁরা রাসূল (স)-এর কাছে আবেদন জানান, ইয়াসরিববাসীদের কুরআনের তালিম দেওয়ার জন্যে একজন মু‘আল্লিম পাঠানো হোক। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন সাহাবী হযরত মুস‘আব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁদের সঙ্গে পাঠান। একজন মাত্র সাহাবী সেখানে গিয়ে মদীনার ঘরে ঘরে ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত এবং কুরআনের তালিম দিতে থাকেন। ফলে ইয়াসরিববাসীর অধিকাংশ জনগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে শামিল হয়ে যান।

তৃতীয় দফা বায়‘আত

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে ৭০ জন পুরুষ ও দুজন মহিলাসহ মোট ৭২ জন ইয়াসরিববাসী হজ্জের মৌসুমে আকাবায় একত্রিত হয়ে নবী করীম (স)-এর হাতে হাত রেখে বায়‘আত নেন। ইসলামের ইতিহাসে একে তৃতীয় বায়‘আতে আকাবা বলা হয়। এ বায়‘আতের তিনটি দিক ছিল :

১. ইসলামের মৌলিক আকীদা ও আমল;

২. কাফিরদের সাথে জিহাদ; এবং

৩. নবী করীম (স) মদীনায় গেলে তার পূর্ণ হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতা করা।

বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এখন ওয়াদা নেওয়া হচ্ছে, আপানার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্ত থাকলে তাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হোক।

তখন নবী কারীম (স) বললেন, আল্লাহর ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, তোমরা সবাই একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না। আর আমার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, তোমরা আমার হেফাযত করবে তেমনভাবে যেমনভাবে নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত করছ।

তখন তাঁরা আরয করলেন, এ শর্ত দুটো পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, এর বিনিময়ে তোমরা জান্নাত পাবে। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এ জন্যে রাজি। এমনভাবে রাজি যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনোদিনই করব না এবং রহিত করাকে পছন্দও করব না। আল্লাহ তাআলা তখন এ আয়াতখানা নাযিল করে মুমিনদের সুসংবাদ দান করেন।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি এমন এক প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ করে মুমিনদের জান্নাত দানের পাকাপোক্ত ওয়াদা করেছেন, যখন তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (স)-কে মক্কার কাফিররা আর মোটেই বরদাশত করতে পারছিল না। এমনকি তারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে সাহাবীগণ (রা)-এর ওপর নির্যাতনের মাত্রা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নবী করীম (স) তাঁদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। খাদীজা (রা) ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার মতো হিম্মত কারো ছিল না। এমতাবস্থায় ইয়াসরিবের অধিবাসীরা মহানবী (স)-কে শুধু আশ্রয়ই নয়; তাদের নেতা বানানোর জন্যে এগিয়ে আসেন। পরপর তিন বছর আকাবায় এসে তারা রাসূল (স)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তৃতীয় বছর তৃতীয় আকাবার বায়'আতে তাঁরা নবী করীম (স)-কে মদীনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। রাসূল (স) তাঁদের দেশে গেলে যে তাঁদের

জন্যে চরম ঝুঁকি আছে তা তাঁদেরকে জানিয়ে দেন। তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি জান-প্রাণ দিয়ে মোকাবেলা করবেন বলে নবী (স)-কে আশ্বস্ত করেন। তাছাড়া কোনো শর্ত থাকলে তাও আরোপ করার জন্যে আবেদন জানান। এতে নবী করীম (স) বেশ কিছু শর্তের সাথে মৌলিক দুটো শর্ত আরোপ করেন :

১. আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না; এবং

২. নিজের জীবন রক্ষার জন্যে যেসব ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়, তাঁরা তাঁর জীবন রক্ষার জন্যেও সে রকম জীবনের ঝুঁকি নেবে কি না?

'তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শর্তদুটো মেনে নিতে রাজি হয়ে যান এবং এসব শর্ত পূরণ করলে বিনিময়ে কী পাওয়া যাবে তা জানতে চান। তখন রাসূল (স) বলেন, এর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। জান্নাত লাভের আশায় মদীনাবাসীগণ শর্ত ভঙ্গ না করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের চূড়ান্ত বায়'আত গ্রহণের কারণে তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ জানিয়ে বলেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।' এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে :

১. মুমিনদের কেনা-বেচার চুক্তি হয়েছে আল্লাহর সাথে;
২. মাধ্যম হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (স);
৩. ক্রয়কারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ;
৪. বিক্রয়কারী হচ্ছেন মুমিনেরা;
৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময় হচ্ছে স্থায়ী জান্নাত।
৬. মুমিনদের পক্ষ থেকে বিনিময় হচ্ছে তাদের অস্থায়ী জীবন ও ধন-সম্পদ।

মুমিনদের জন্যে বিনিময়বস্তু জান্নাত হচ্ছে একটি অতি বড় নিয়ামত

১. আল্লাহ এবং মুমিনদের মধ্যে যে পণ্যের বিনিময়ে কেনা-বেচার চুক্তি হচ্ছে তা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থায়ী জান্নাত এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে অস্থায়ী জান-মাল।

২. মুমিনদের তুচ্ছ এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে তারা পাচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতে ভরা অতীব মূল্যবান চিরস্থায়ী জান্নাত।

৩. চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের ওয়াদা মুমিনদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত।

৪. এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর পথে জান-প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করা। আল্লাহর জমিনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়নের জন্যে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালানো। আর দীন বাস্তবায়নের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে দাওয়াতে দীনের কাজ। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া।

আমানত রক্ষা করাও ঈমানী দায়িত্ব

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে খরিদকৃত জান-মাল মুমিনদের কাছেই আমানত হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এখন যেসব মুমিন জান্নাত পেতে চাচ্ছে, জান্নাত লাভই তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে এবং যারা এ চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আল্লাহর সাথে জান-মাল দিয়ে বেচা-কেনার বিনিময় চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের জান-মাল তো আমানত হিসেবেই তাদের কাছে জমা আছে। এখন সে তার নিকট আল্লাহর গচ্ছিত আমানতি জিনিস নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারবে না। যেহেতু আল্লাহরই ক্রয়কৃত জান-মাল, সেহেতু আল্লাহ যখনই চাইবেন বান্দাহ তখনই দিতে বাধ্য থাকবে। এতে বান্দাহ কোনো প্রকার টাল-বাহানা বা অজুহাত কিংবা দিতে অস্বীকার করতে পারবে না। আমানতের খেয়ানত করা হলো ঈমানের বহির্ভূত কাজ।

এ বিষয়ে রাসূল (স) বলেন, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ

'তার ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই।' যার চূড়ান্ত পরিণতি হবে জাহান্নাম।

[আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার চুক্তিবদ্ধ ও আপনার নিকট আমানতকৃত জান-মালের সামান্যতম অংশ অর্থাৎ আপনার কিছু সময়, শ্রম ও শক্তি (টাইম এনার্জি এন্ড লেবার) দাওয়াতে দীনের কাজে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হলে অসংখ্য ওযর-আপত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে যাচ্ছে। যেমন, চাকরি বা ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে হচ্ছে, পরিবারকে সময় দিতে হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে সময় দিতে হচ্ছে, স্কুলে বাচ্চাদেরকে ড্রফ অফ পিক-আপ করতে হচ্ছে, লন্ড্রি, শপিং ইত্যাদি করতে হচ্ছে, হাসপাতালে যেতে হচ্ছে ইত্যাদি হাজারো ধরনের

অযৌক্তিক ও খোঁড়া অজুহাত পেশ করে আল্লাহর আমানতি জিনিসের খেয়ানত করার কোনো সুযোগই নেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলকে যেভাবে ২৪ ঘণ্টার একদিন দেওয়া হয়েছিল আমাকে-আপনাকেও তেমনি ২৪ ঘণ্টার একদিন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলেই তাঁদের নিকট আল্লাহর গচ্ছিত আমানত ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাঁরা নবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার পরও ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কাজ বিনা অজুহাতেই সমাধা করে আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিগণিত হয়েছেন। যেমন নবীদের মধ্যে হযরত সুলাইমান (আ), হযরত দাঊদ আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-এর মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তীতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ উল্লেখযোগ্য। সময়ের অভাব তাঁদের কারোরই ছিল না। তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও আমানত পালনের ক্ষেত্রে তিল পরিমাণ অজুহাতও পেশ করেননি।

সময়ের অভাব হচ্ছে আজকের ঈমানের দাবিদারগণের। সময় ও সুযোগ পেলে আল্লাহর গচ্ছিত আমানতের যৎকিঞ্চিৎ আল্লাহর কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করব, এরূপ ধারণা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আর শুধু দু-চারটা, পাঁচ দশটা দীনী ও সাংগঠনিক বৈঠকে সময় দিলেই যে সময়ের কুরবানী পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এমনটি আশা করাও সঠিক নয়। তাহলে তো সায়্যিদেনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী ও মাসজিদুল হারামে বসেই শত-সহস্র বৈঠকাদি করেই জান্নাত লাভের পাকাপোক্ত কাজ সমাধা করতে পারতেন পুরো উম্মতের জন্যে। তাহলে দাওয়াতী কাজে তায়েফের ময়দানে গিয়ে আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত করার প্রয়োজন ছিল কি? হযরত আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাবার প্রাঙ্গণে গিয়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করে শত শত বিরোধীদের মার খেয়ে মরণোন্মুখ হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? দীন প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লাহর রাসূল (স)-কে ২৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল কি? সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-কে অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাতের নযরানা পেশ করার প্রয়োজন ছিল কি? আর শত-সহস্র সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-কে বিকলাঙ্গ হয়ে মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন ছিল কি?

একটু গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন যে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে ক'জন মুসলমান অন্য ক'জন অমুসলমানের কাছে আল্লাহর বাণী আল কুরআনের বিপ্লবী আহ্বান পৌঁছাতে পেরেছি? প্রতিটি মুমিন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেই এর জবাব বেরিয়ে আসবে। অথচ প্রতিদিন অসংখ্য বনী আদমের সাথে বিভিন্নভাবে ওঠা-বসা, চলাফেরা, কথাবার্তা চলছে। সমস্ত কাজ-কর্মের কোনো একটি মুহূর্তকে বেছে নিয়ে দু-এক মিনিটের জন্যেও তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কথা আর ইসলামের অমিয় সুধা শোনানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে কি? তাই যাবতীয় খোঁড়া ওযর-আপত্তি পরিহার করে ন্যূনতমপক্ষে প্রতিদিন একজন মুসলমান আরেকজন অমুসলমানের কাছে দীনের দাওয়াত তুলে ধরার চেষ্টা করা প্রতিটি মুমিনের ঈমানের দাবি। একজন অমুসলমানকে বড় কিছু বলতে না পারলেও অন্তত এতটুকু বলতে তো আপত্তি থাকার কথা নয় যে, আমি মুসলমান, আমি আল্লাহকে ভয় করছি, আমি আখিরাতের আযাবকে ভয় করছি, আমি বয় ফ্রেন্ড বা গার্ল ফ্রেন্ড পছন্দ করছি না, আমি বিয়ার, লিকার-মদ, ককটেল পছন্দ করছি না, আমি চুরি করা পছন্দ করছি না এবং কেউ করতে চাইলেও তা সহ্য করতে পারছি না, আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করছি না, সত্যবাদীকে পছন্দ করছি। এতেই তো আপনার দাওয়াত হয়ে যাচ্ছে। (সম্পাদক)]

আমানত রক্ষার মাধ্যম

মুমিনদের কাছে আল্লাহর ক্রয়কৃত জান-মালের আমানত রক্ষার মাধ্যমই হলো, আল্লাহর পথে বা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের পথে ইসলামী কাফেলায় সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালানো। ইসলামী আন্দোলনের পথেই জান-মাল খরচ করার প্রয়োজন হয়, অন্য কোনো পথে নয়। এ পথেই তাগূতী শক্তির সাথে সংঘাত-সংঘর্ষ অনিবার্য। আর সংঘাতেই প্রয়োজন হচ্ছে জান-মালের। প্রয়োজন হচ্ছে টাইম এনার্জি এন্ড লেবার।

[ব্যক্তি, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বত্র জীবনের সকল দিক-বিভাগ ও শাখা-প্রশাখায় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে সম্পূর্ণ বৈধ ও নৈতিকতার মধ্যে অবস্থান করে প্রতিটি কার্যকলাপ পরিচালনা করাটাই হচ্ছে ফী সাবীলিল্লাহ বা দীন বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল। আর এ কাজের জন্যে প্রাথমিক স্তর হচ্ছে দাওয়াতে দীনের কাজ। ধর্মীয় স্বাধীনতার এ ভূখণ্ডে ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করে আমানত রক্ষা করাও প্রতিটি উম্মতে মুহাম্মাদী (স)-এর ঈমানের দাবি। (সম্পাদক)]

বায়'আত সম্পর্কে ধারণা

নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় বায়'আত

নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ বিভিন্ন সময় তাঁর হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। (যেমন, বায়'আতে আকাবা, বায়'আতে সাজারা, হুদায়বিয়ার সন্ধির বায়'আত)। এ বায়'আত ছিল রাসূলে কারীম (স)-এর হাতে হাত রেখে নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেওয়ার শপথ।

খিলাফতকালে বায়'আত

রাসূল (স)-এর ওফাতের পর সাহাবীগণ (রা) খিলাফতের যুগে হাতে হাত রেখে খিলাফতের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেছেন। যেমন প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে হাত রেখে হযরত ওমর ফারূক (রা) প্রথম খিলাফতের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। তারপর উপস্থিত সকল সাহাবী (রা) বায়'আত গ্রহণ করে খিলাফতের আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবে তাঁরা সকলেই রাসূলে কারীম (স)-এর যুগেই জান-মাল আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেওয়ার বায়'আতে আবদ্ধ ছিলেন।

প্রচলিত বায়'আত

বর্তমান সময়ে হাতে হাত রেখে কিংবা পিঠ ছুঁইয়ে কিংবা পরস্পর পাগড়ি ধরে যে বায়'আতের প্রচলন আছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো বায়'আতের মধ্যেই পড়ছে না। আর এ বায়'আত শরীআতসম্মতও নয়।

শরীআতসম্মত বায়'আত

একজন মুমিনের ঈমানের প্রাথমিক দাবিই হচ্ছে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জান-মালকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে বায়'আতে আবদ্ধ হওয়া। এ বায়'আত গ্রহণের পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনের কাছে দীনের যাবতীয় বিধি-নিষেধগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্যে খালেস নিয়তে নিজের জান-মালকে খরচ করার বায়'আত গ্রহণ করা। এ বায়'আত কোনো ব্যক্তির কাছে হবে না কিংবা কারো হাতে হাত রাখাও যাবে না; বরং আকীমুদ্দীনের সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠনের দায়িত্বশীলের কাছে–

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে।' (সূরা আন'আম : ১৬২)

এ বাক্য পাঠের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করে নিজের জান-মালকে সোপর্দ করে দিতে হবে। বায়'আতে আবদ্ধ হওয়া প্রতিটি মুমিনের জন্যে অবশ্য করণীয় কর্তব্য। কেননা, বায়'আতবদ্ধ জীবন যাপন না করলে মুমিন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

বাকিতে জান্নাত

আল্লাহর সাথে মুমিনের বিনিময় চুক্তি হচ্ছে বাকিতে জান্নাত। আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালনে মুমিনেরা নগদে আল্লাহর দেওয়া সময় থেকে কিছু সময়, কিছু শ্রম ও কিছু শক্তি অর্থাৎ গায়ে খাটুনি খরচ করবে, আর আল্লাহর ওয়াদাকৃত জান্নাত পাবে বাকিতে।

বাকিতে জান্নাত বিনিময়ের কারণ

আল্লাহ পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছেন যে, মুমিনেরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার চুক্তিতে টিকে থাকতে পারছে কি না। একজন মুমিনকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীন প্রতিষ্ঠার কাজে টিকে থাকতে হবে। আর সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বিধি-নিষেধগুলো প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংগ্রাম করতে গিয়ে হয়তো শাহাদাতের নযরানা পেশ করবে নতুবা গাজী হিসেবে বেঁচে থাকবে– এটাই তো স্বাভাবিক।

বায়'আত গ্রহণকারীদের করণীয়

বায়'আত গ্রহণকারীদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন, বায়'আত গ্রহণের পর 'তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করবে, অতঃপর কাফিরদের সাথে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে এবং নিজেদের ব্যাপারেও।' একজন মুমিন বান্দাহ নিজের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত লাভের চুক্তি সম্পাদন করার পর বাড়িতে, খানকায় বা মসজিদে বসে থাকলে চলবে না। তাকে অবশ্যই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকতে হবে। আন আকীমুদ্দীনের আন্দোলনে জড়িত থাকলে খোদাদ্রোহী তাগূতী শক্তির সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য। বাধা আসলেই জান-মালের খরচের প্রশ্ন আসবে। প্রয়োজনে শত্রুর মোকাবেলায় সম্মুখসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে কাফির-মুশরিক, খোদাদ্রোহী শক্তিকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হলে উভয় পক্ষেই হতাহত হবে কিংবা বিরোধীদের প্রবল আক্রমণে পিছপা না হয়ে

অকাতরে শাহাদাতের নযরানা পেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বায়'আত গ্রহণকারী মুমিন-মুত্তাকীদের কাছ থেকে এ ধরনের চূড়ান্ত আমলই কামনা করছেন।

পীর-মাশায়েখ বা স্কলারের কাছে বায়'আত

প্রচলিত পীরের হাতে কিংবা স্কলারের হাতে বায়'আত গ্রহণকারীদের কি এ ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে? বরং তাদেরকে বাতিল শক্তি সহায়তা ও সহযোগিতা করতেও কসুর করছে না। উপরন্তু নানা ধরনের দামি দামি হাদিয়া-তোহ্ফা ও উপঢৌকন পাঠানো হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে। তাদের কর্মসূচির মধ্যে কি দীন কায়েমের কোনো কর্মসূচি পাওয়া যাচ্ছে? তাদের কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে? তাদের জীবনে কি বিরোধীদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধছে কিংবা হতাহত হওয়ার নজির পাওয়া যাচ্ছে?

সফলতার সুসংবাদ কাদের জন্যে?

আল্লাহর দীন কায়েমের কর্মসূচি নিয়ে যারা ইসলামী সংগঠনের কাছে নিজেদের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে বায়'আত গ্রহণ করছে তাদেরকে তো তাগূতী শক্তির মোকাবেলায় সব ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমনকি নিজের জীবন দিয়েও শাহাদাতের নযরানা পেশ করতে হচ্ছে। এ ধরনের মুমিন-মুত্তাকীদের বলা হচ্ছে, তোমরা রাজি-খুশি হয়ে যাও সে লেন-দেনের জন্যে, যা তোমরা আল্লাহর সাথে করেছ। আর এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে বড় সফলতা।' আল্লাহর সাথে মুমিনরা জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল লেন-দেনের যে চুক্তি করেছে তার জন্যে আনন্দিত হওয়াই উচিত। কারণ, অস্থায়ী জিনিসের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত লাভ নিঃসন্দেহে এক বড় নিয়ামত। আর একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় ও চূড়ান্ত সফলতাই হচ্ছে জান্নাত লাভ। মুমিন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো আখিরাতে নাজাতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ।

[আর আল্লাহর সাথে কৃত কেনা-বেচার চুক্তি ও আমানতদারি রক্ষার্থে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে কল্যাণময় ইসলামের অমিয় সুধার বিপ্লবী সওগাত পৌঁছানোর বিকল্প নেই। আর এ দেশের প্রতিটি অমুসলমানের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালানো না হলে সফলতার পরিবর্তে আখিরাতের আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় অবশ্যই দাঁড়াতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (সম্পাদক)]

যুক্তরাষ্ট্রের সুবিশাল ভূখণ্ডে
মধ্যপন্থী উম্মাতের দায়িত্ব কী

আল্লাহ বলেছেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীর ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রাসূল (স) হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।

Thus, have we made of you an Ummat justly balanced, that ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a witness over yourselves. (সূরা বাকারা : ১৪৩)

আয়াতে কারীমাটি হচ্ছে, মুহাম্মদ (স)-এর উম্মাতের নেতৃত্বের ঘোষণাবাণী। 'এভাবেই' শব্দটির সাহায্যে দুদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :

১. আল্লাহর পথ প্রদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকারীরা সত্য-সরল পথের সন্ধান পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যেখানে তাদেরকে 'মধ্যপন্থী উম্মাত' গণ্য করা হয়েছে।

২. এ সাথে কিবলা পরিবর্তনের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বোধেরা একদিক থেকে আরেকদিকে মুখ ফেরানো মনে করছে। অথচ বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে মুখ ফেরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্বের পদ থেকে যথানিয়মে হটিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সে পদে বসিয়ে দিলেন।

'মধ্যপন্থী উম্মাত' শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের অধিকারী। তার মানে হচ্ছে, এরা এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন দল, যারা নিজেরা

ইনসাফ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখছে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোনো অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্কও নেই।

ওহে ঈমানের দাবিদারগণ! তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে, 'তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে আর রাসূল (স) তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন।' এ বক্তব্যের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, আখিরাতে যখন সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে তাদের হিসাব নেওয়া হবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল (স) তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎ কাজ ও সুবিচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে হুবহু এবং পুরোপুরি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর বাস্তবে তদনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর রাসূল (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষের ব্যাপারে তোমাদেরকে এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল (স) তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করেছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখানোর ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করনি।

এভাবে কোনো ব্যক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে একদিকে যেমন মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা।

অন্য কথায় এর সোজা অর্থ হচ্ছে :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ উম্মাতের জন্যে আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন তেমনিভাবে এ উম্মাতকেও দুনিয়াবাসীর জন্যে জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমনকি তাদের কথা, কাজ, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২. আল্লাহর হেদায়াত আমাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে যেমন রাসূল (স)-এর দায়িত্ব ছিল বড়ই সুকঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি বা গাফলতি হলে আল্লাহর দরবারে তিনি পাকড়াও হতেন, অনুরূপভাবে এ হেদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহর আদালতে যথার্থই এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই যে, তোমার রাসূলের মাধ্যমে তোমার যে হেদায়াত আমরা পেয়েছিলাম, তা তোমার বান্দাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমরা কোনো প্রকার চেষ্টাই করিনি' তাহলে আমরা সেদিন মারাত্মকভাবে পাকড়াও হয়ে যাব। সেদিন এ নেতৃত্বের অহঙ্কার সেখানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ত্রুটির কারণে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে যেসব গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহি ছড়িয়ে পড়বে এবং যত বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে- সেসবের জন্যে অসৎ নেতৃবর্গ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পাকড়াও হব। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, পৃথিবীতে যখন জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও ভ্রষ্টতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

আল্লাহর দীনকে অন্যসব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

•

অবিশ্বাসীদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মোকাবেলায় আল্লাহর বাণী–

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ

'তারা চাচ্ছে তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে; কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষান্ত হবেন না; তা কাফিরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।' (সূরা তাওবা : ৩২)

মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন, আল্লাহর দীনকে অন্য সব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

আল্লাহর নির্দেশ এসেছে এভাবে, 'মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর দীনকে অন্য সব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

'আল্লাহই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের ওপর বিজয়ী করেন, মুশরিকরা একে যতই অপছন্দ করুক না কেন।' (সূরা তাওবা : ৩৩)

সূরা তাওবার ১ম থেকে ৫ম রুকু'র ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত কুরআনের এ ভাষণটুকু (যার মধ্যে উপরিউক্ত আয়াত দুটিও শামিল) নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ম হিজরীর যিলকদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ বছর হযরত আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আলী (র)-কে তাঁর পিছে পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা

আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শোনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

কুরআনের মূল আয়াতে 'আদ্দীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ দীন শব্দটি এমন একটি জীবনব্যবস্থা বা জীবনপদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত, যার প্রতিষ্ঠাতাকে সনদ ও একমাত্র অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হচ্ছে। কাজেই এ আয়াতে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও সত্য দীন এনেছেন, তাকে দীন জাতীয় বা দীনের শ্রেণীভুক্ত অন্য কথায় জীবনবিধান পদবাচ্য সকল পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করবেন। অন্য কথায় রাসূলকে কখনো এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি যে, তিনি যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা অন্যান্য জীবনব্যবস্থার কাছে পরাজিত হয়ে ও সেগুলোর পদানত থেকে তাদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে রাখবে; বরং তিনি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতির প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন এবং নিজের মনিবের সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থাকে বিজয়ী দেখতে চাচ্ছেন। দুনিয়ায় যদি অন্য কোনো জীবনব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকেই থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর ব্যবস্থার আওতাধীনেই তার দেওয়া সুযোগ-সুবিধা হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন– জিযিয়া আদায় করার মাধ্যমে জিম্মিরা নিজেদের অধীনতার জীবন মেনে নিচ্ছে।

আল্লাহর দীন অন্য সব দীনের ওপর বিজয়ী হবে আল্লাহ নিজেই এ বাস্তবতার সাক্ষী

দ্বিতীয় বার বলা হয়েছে এভাবে যে, 'আল্লাহর দীন অন্য সব দীনের ওপর বিজয়ী হবে– আল্লাহ নিজেই এ বাস্তবতার সাক্ষী' :

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

'আল্লাহই তো সে মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা ফাত্হ :২৮)

এখানে এ কথা বলার কারণ হলো, যখন হুদাইবিয়াতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, সে সময় মক্কার কাফিররা নবী করীম (স)-এর সম্মানিত নামের সাথে

রাসূলুল্লাহ কথাটি লিখতে আপত্তি জানিয়েছিল, তাদের একগুঁয়েমির কারণে নবী করীম (স) নিজে চুক্তিপত্র থেকে এ কথাটি মুছে ফেলেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার রাসূলের রাসূল হওয়া একটি অনিবার্য সত্য, কারোর মানা কিংবা না মানাতে কোনো পার্থক্য সূচিত হচ্ছে না। কিছু লোক যদি তা না মানে, তবে না মানুক। তা সত্য হওয়ার জন্যে আমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এ রাসূল আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও দীন নিয়ে এসেছেন তা অন্য সব দীনের ওপর বিজয় লাভ করবে, তা ঠেকিয়ে রাখার জন্যে এসব অস্বীকারকারী যত চেষ্টাই করুক না কেন।

এখানে 'সব দীন' বলতে বোঝানো হয়েছে সেসব ব্যবস্থাকে, যা দীন হিসেবে গণ্য। এখানে আল্লাহ তাআলা যে কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলছেন তা হচ্ছে, শুধু এ দীনের প্রচার করাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল না বরং উদ্দেশ্য ছিল একে দীন হিসেবে গণ্য সকল জীবনাদর্শের ওপর বিজয়ী করে দেওয়া। অন্য কথায়, জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর কোনো বাতিল জীবনাদর্শ বিজয়ী হয়ে থাকবে আর বিজয়ী সে জীবনাদর্শ তার আধিপত্যাধীন এ দীনকে বেঁচে থাকার যতটুকু অধিকার দেবে এ দীন সে চৌহদ্দির মধ্যেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে– এ উদ্দেশ্যে নবী করীম (স) এ দীন নিয়ে আসেননি বরং তিনি এ জন্যে তা এনেছেন যে এটিই হবে বিজয়ী জীবনাদর্শ। অন্য কোনো জীবনাদর্শ বেঁচে থাকলেও এ জীবনাদর্শ যে সীমার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেবে, সে সীমার মধ্যেই তা বেঁচে থাকবে।

মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন আল্লাহর দীনকে অন্য সব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ

সূরা সফ্ফেও তৃতীয় বারের মতো 'মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন আল্লাহর দীনকে অন্য সব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ এভাবে এসেছে :

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَـهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّـهٖ وَلَـوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

'তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং 'দীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন। (সূরা সফ : ৯)

এখানেও বলা হয়েছে, 'মুশরিকদের কাছে অসহনীয় হলেও।' অর্থাৎ, যারা আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যদেরও দাসত্ব করছে এবং আল্লাহর দীনের সাথে অন্যসব দীন ও বিধানকে সংমিশ্রিত করছে, শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও হেদায়াতের ওপর গোটা জীবনব্যবস্থা কায়েম হোক তারা তা চাচ্ছে না। যারা ইচ্ছেমতো যেকোনো প্রভু ও উপাস্যের দাসত্ব করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যেকোনো দর্শন ও মতবাদের ওপর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং তাহযীব তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রস্তুত এমনসব লোকের বিরোধিতার মুখেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সাথে আপস করার জন্যে আল্লাহর রাসূলকে পাঠানো হয়নি; বরং তাঁকে পাঠানো হয়েছে এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন, তাকে পুরো মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। কাফির ও মুশরিকরা তা মেনে নিক আর না নিক এবং বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও সর্বাবস্থায় রাসূলের (স) এ মিশন সফলকাম হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আন আকীমুদ্দীনের নির্দেশ

আল্লাহর আনুগত্যের যে বিধান হিসেবে দীন ইসলামকে পাঠানো হয়েছে, তা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল দিক, বিভাগ ও শাখা-প্রশাখায় আল্লাহর দীন কায়েমের মাধ্যমে যাতে মানুষ একমাত্র আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা নিজেই ইসলামী জীবনবিধান তৈরি করেছেন। সকল কালের, সর্ব যুগের যুগোপযোগী জীবন বিধান তৈরি করে সমসাময়িক কালের জাতিসমূহের জন্যে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। সকল নবী-রাসূলগণই আল্লাহর নির্দেশে দীন কায়েমের সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। কোনো নবীই নিজের স্বতন্ত্র কোনো ধর্মমতের রচয়িতা নন।

প্রথম দিন থেকেই একই দীন মানবজাতির জন্যে আল্লাহর তরফ হতে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। আর সকল নবী-রাসূলই একই দীনের আহ্বায়ক ও অনুসারী। দীনকে শুধু মেনে নেওয়ার জন্যে পাঠানো হয়নি; দীনকে পাঠানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওটা পৃথিবীর বুকে কায়েম, প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয়ে থাকবে। আল্লাহর

জমিনে আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কারো কল্পিত-রচিত দীনের প্রাধান্য যেন না চলে। নবী-রাসূলগণ শুধু দীনের তাবলীগ বা দাওয়াত দানের জন্যেই প্রেরিত হননি; বরং তাঁরা সকলেই প্রেরিত হয়েছিলেন দীনকে কায়েম করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে।

সায়্যিদেনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-ও প্রেরিত হয়েছিলেন বিভিন্ন পথ ও পন্থা, কৃত্রিম ধর্ম এবং মানবরচিত ধর্মের, মতের ও পথের পরিবর্তে সে আসল দীনকে তিনি জনগণের সামনে পেশ করবেন এবং কায়েম করার জন্যে তিনি চেষ্টিত হবেন। দীনে হক কায়েমের উদ্দেশ্যেই প্রিয় নবী আরবের কাফির-মুশরিকদের মাঝে দীনের সঠিক দাওয়াত তুলে ধরলেন। অবস্থা এমন হলো যে, তাঁর দাওয়াতে দীন ও কুআনের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রতি বৈঠকে, মাহফিলে, আড্ডাখানায়, প্রতিটি অলিতে-গলিতে, প্রতি ঘরে-ঘরে লোকেরা বলতে শুরু করে দিল, 'এ ব্যক্তি না- জানি এতসব নতুন কথা কোত্থেকে বের করে এনেছে।' এ ধরনের কথাবার্তা ইতঃপূর্বে আমরা কখনো শুনতে পাইনি আর হতেও দেখিনি। তারা বলত, বাপ-দাদার কাল থেকে যে দীন চলে এসেছে, সমগ্র জাতি যে দীন অনুসরণ ও পালন করে চলছে, দেশব্যাপী যেসব নিয়ম-নীতি শত-সহস্র বছর থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে, বড়ই আশ্চর্যের বিষয়– এ ব্যক্তি সেসব কিছুকেই ভুল ও গলদ বলে অভিহিত করছে এবং বলছে, 'আমি যে দীন পেশ করছি তা-ই ঠিক, তা-ই নির্ভুল।'

তারা বলাবলি করত, 'এ ব্যক্তি যদি বলত যে, বাপ-দাদার ধর্মে, প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও নিয়ম-প্রণালিতে কিছুটা খারাবি দেখা দিয়েছে; তার পরিবর্তে আমি নতুন কিছু কথা বের করেছি, তা চালু করতে হবে– তাহলেও তার কথা বিবেচনা করা যেত। কিন্তু লোকটি তা বলছে না; বরং বলছে, সে যা পেশ করছে তা-ই আল্লাহর কালাম; কিন্তু এ কথা কীরূপে আমরা মেনে নিতে পারি! আল্লাহ কি কেবল তার নিকট আসছেন? কিংবা এ লোকটি আল্লাহর নিকট যাচ্ছে? কিংবা আল্লাহর সাথে এ লোকের কথাবার্তা হচ্ছে? তাদের এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতাআলা বলেছেন, তোমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) নতুন কোনো দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন না; বরং তাঁর পূর্বেও আরো বহু নবী অতীত হয়ে গিয়েছেন, যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যেই দীনের প্রাথমিক দাওয়াত দিয়েছেন।

যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা যে প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই দীন কায়েমের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ .

'তিনি তোমাদের জন্যে দীনের সে নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি হযরত নূহ (আ)-কে দিয়েছিলেন। (মুহাম্মদ!) আর যা এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-কে ইতঃপূর্বে দিয়েছিলাম এ তাগীদ সহকারে যে, 'কায়েম কর এ দীনকে এবং এতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেও না'। এ কথাই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি এ লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চাচ্ছেন, আপন বানিয়ে নিচ্ছেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন, যে তাঁর দিকে রুজু করবে। (সূরা আশ শূরা : ১৩)

হযরত মুহাম্মদ (স) কোনো নতুন ধর্মের বা দীনের প্রবর্তক নন। নবীগণের মধ্যে কেউ-ই নিজস্ব স্বতন্ত্র কোনো দীন বা ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না; বরং সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দীনেরই দাওয়াত তুলে ধরেছেন। উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, নূহ (আ)-এর প্লাবনের পরবর্তী মানববংশের জন্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম নবী। তাঁর পরই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আরববাসীগণ তাঁকে নিজেদের পথপ্রদর্শক নেতা বলে মানত। অতঃপর হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর নামের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, ইহুদি ও ঈসায়ীরা নিজেদের ধর্ম তাঁদের নিকট থেকেই পেয়েছে বলে দাবি করত। কিন্তু এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেবল এ পাঁচজন নবীকেই বুঝি আল্লাহর দীনের হেদায়াত দেওয়া হয়েছিল; বরং এর মূলে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, তাঁরা এবং তাঁদের মতো যত নবী-রাসূলই দুনিয়ায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই একই দীন নিয়েই এসেছিলেন।

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমার শুরুতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ করেছেন।' এখানে 'শারা'আ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'পথ বেধে দেওয়া' আর পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, নিয়ম-বিধান, পদ্ধতি ও প্রণালি নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

আরবী ভাষায় এ পারিভাষিক অর্থের দৃষ্টিতেই আইন প্রণয়ন অর্থে 'সা-রি'উ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর 'শারী'আতুন' অর্থ আইন এবং 'শারউন' অর্থ আইনদাতা বা আইন প্রণয়নকারী। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতাআলা নিখিল বিশ্বের সকল কিছুরই একচ্ছত্র মালিক, মানুষের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু, আর মানবসমাজের যাবতীয় মতবিরোধের চূড়ান্ত ফয়সালাকারীও তিনিই। মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম-বিধান তিনিই রচনা করবেন। আর এটা একমাত্র তাঁরই দায়িত্ব। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর মনোনীত দীন কায়েমের বিধান প্রেরণ করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে, 'মিনাদ্দীন' তথা দীন সম্পর্কে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) তরজমা করেছেন, 'আইন'। অর্থাৎ আল্লাহ যে বিধান রচনা করেছেন তার আসল মর্যাদা হচ্ছে শাসনতন্ত্রের মর্যাদা। 'দীন' শব্দের অর্থই হলো কারো শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও আইন রচনার অধিকার তথা সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁর দেওয়া আইন-বিধানকে মেনে চলা। আল্লাহর নির্ধারিত এ নিয়ম-বিধানকে 'দীন' পর্যায়ের আইন প্রণয়ন বলার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এ দীনকে শুধু সুপারিশ বা উপদেশ-নসীহতরূপেই পেশ করেননি; বরং এ দীন হচ্ছে বান্দাহদের জন্যে তাদের মালিকের দেওয়া অবশ্য পালনীয় আইন ও বিধান। এ দীন মেনে না চলার অর্থ হচ্ছে, বিদ্রোহ। আর যে ব্যক্তি তা মেনে চলছে না, সে আসলে আল্লাহর প্রাধান্য, সার্বভৌমত্ব, বন্দেগী ও দাসত্বকেই অস্বীকার করছে।

অতঃপর বলা হয়েছে, 'দীন' পর্যায়ের এ বিধান প্রণয়ন তা-ই, যার হিদায়াত ইতঃপূর্বে হযরত নূহ, ইবরাহীম ও মূসা (আ)-কে দেওয়া হয়েছিল। আর তারই হেদায়াত এখন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেওয়া হচ্ছে। এ কথা থেকে কয়েকটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে :

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর 'দীন' নামক বিধানটি সরাসরি প্রত্যেক মানুষের নিকট পাঠাননি; বরং সময় সময় যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে রাসূল নির্দিষ্ট ও নিয়োগ করে এ বিধান তাঁরই নিকট অর্পণ করেছেন।

২. আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একই জিনিস এবং একই রকমের রয়েছে। The complete code of life means 'Addeen' given by almighty Allah is same from the beginning to the end. একেক সময় একেক জাতির জন্যে একেক ধরনের দীন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির জন্যে বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী দীন পাঠাননি। আল্লাহর নিকট হতে বহু প্রকারের দীন আসেনি, যখনই এসেছে একই দীন এসেছে।

৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের মাধ্যমে এ বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মেনে নেওয়া এবং যে ওহীর সাহায্যেই তা নাযিল করা হয়েছে তা বিশ্বাস করা এ দীনেরই অপরিহার্য অংশ। আর জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তির দাবিও তা-ই। কেননা, এ বিধান মেনে চলতে হলে তা যে আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে তার অকাট্যতা প্রমাণিত হওয়া এবং সে বিষয়ে মনের দিক থেকে নিশ্চিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

অতঃপর বলা হয়েছে, নবী-রাসূলগণকে দীন পর্যায়ের যে বিধান দেওয়া হয়েছে এ হেদায়েত ও তাকীদ সহকারে যে, 'আক্বীমুদ্দীন' শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) 'আক্বীমুদ্দীন'-এর তরজমা করেছেন, দীনকে কায়েম করো। আর শাহ রফী উদ্দীন ও শাহ আব্দুল কাদের (র) তরজমা করেছেন, 'দীনকে কায়েম রাখো'।

'ইকামাত' অর্থ কায়েম করা ও কায়েম রাখা দুটোই বোঝায়। নবী-রাসূলগণ এ দু'ধরনের কাজের জন্যেই আদিষ্ট ও নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের প্রথম কাজ বা ফরয ছিল যেখানে দীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় ফরয ছিল যেখানে দীন পূর্ব থেকেই কায়েম আছে, সেখানে তা কায়েম রাখা।

যেমন– হযরত দাউদ (আ) দীনকে কায়েম করেছেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত সুলাইমান (আ) পিতার কায়েম করা দীনকে কায়েম রাখার কাজে আজীবন চেষ্টা করেছেন।

কায়েম রাখার প্রশ্ন তখনই, যখন একটা জিনিস যথারীতি কায়েম হয়ে আছে। অন্যথায় প্রথমে তা কায়েম হবে, পরে কায়েম রাখার জন্যে ক্রমাগতভাবে চেষ্টা ও যত্ন চালাতে হবে।

এ আলোচনা থেকে আমাদের সামনে দুটো প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

১. দীন কায়েম করার অর্থ কী? কী তার তাৎপর্য?

২. খোদ দীন বলতে কী বোঝায়, যা কায়েম করা এবং পরে তাকে কায়েম রাখার জন্যে এত জোর তাকীদ বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে কথা হচ্ছে :

কায়েম করা কথাটি যখন কোনো বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে উপবিষ্টকে ওঠানো। যেমন– কোনো মানুষ বা জন্তুকে ওঠানো। কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাঁড় করানো। বাঁশ বা কোনো থাম তুলে দাঁড় করানো অথবা কোনো জিনিসের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে সমুন্নত করা। যেমন– কোনো খালি জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা। কিন্তু যা বস্তুগত জিনিস নয়; অবস্তুগত জিনিস, তার জন্যে যখন কায়েম করা শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয় বরং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত চালু করা।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে যখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, 'নামায কায়েম করো,' তখন তার অর্থ কুরআন মাজীদের দাওয়াত ও তাবলীগ নয়; বরং তার অর্থ হচ্ছে, নামাযের সমস্ত শর্তাবলি পূরণ করে শুধু নিজে আদায় করা নয় বরং এমন ব্যবস্থা করা, যেন ঈমানদারদের মাঝে তা নিয়মিত প্রচলিত হয়। মসজিদের ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমুআ ও জামাআত ব্যবস্থা করা হয়, সময়মতো আযান দেওয়া হয়, ইমাম ও খতীব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে সময়মতো মসজিদে আসা ও নামায আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এ ব্যাখ্যার পরে এ কথা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে :

১. নবী-রাসূলদেরকে যখন এ দীন কায়েম করার ও রাখার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার অর্থ শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা নিজেরাই কেবল এ দীনের বিধান মেনে চলবেন এবং অন্যদের কাছে তার তাবলীগ ও প্রচার করবেন, যাতে মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয়।

২. বরং তার অর্থ এটাও যে, মানুষ যখন তা মেনে নেবে তখন আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দীনের প্রচলন ঘটাবেন, যাতে তদনুসারে কাজ আরম্ভ হতে ও চলতে থাকে।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর। এ স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারছে না। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন, এ নির্দেশের মধ্যে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়নি; বরং দীনকে কায়েম করা ও কায়েম রাখাকেই উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম; কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। নবী-রাসূলগণের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দাওয়াত ও তাবলীগ করা– এ কথা বলা একেবারেই অবান্তর।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটির প্রতি আলোকপাত করা যাক :

যে দীন কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা সমানভাবে নবী-রাসূলদের দীন; কিন্তু তাদের সবার শরীআত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে বলেছেন, আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্যে স্বতন্ত্র শরীআত এবং একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি।

তাই তারা ধরে নিয়েছে যে, এ দীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীআতের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নয়, এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখিরাত, কিতাব ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদাত করাও নয়; কিংবা বড় জোর তার মধ্যে শরীআতের সেই বড় বড় নৈতিক নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত, যা সমস্ত দীনের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ব মত। শুধু বাহ্যিকভাবে দীনের ঐক্য ও শরীআতসমূহের বিভিন্নতা দেখে এ মত পোষণ করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে, যদি তা সংশোধন করা না হয়, তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দীন ও শরীআতের মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের সূচনা করবে, যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীআতবিহীন দীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং সায়্যিদেনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন। কারণ, শরীআত যখন দীন থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস ধরে নিচ্ছে আর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুধু দীন কায়েমের জন্যে– শরীআত কায়েমের জন্যে নয়, তখন মুসলমানরাও খ্রিস্টানদের মতো অবশ্যই শরীআতকে গুরুত্বহীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে উপেক্ষা করবে এবং শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও বড় বড় নৈতিক নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে। এভাবে অনুমানের

ওপর নির্ভর করে দীনের অর্থ নিরূপণ করার পরিবর্তে কেনইবা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকেই এ কথা জেনে নিচ্ছি না যে, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ এখানে দান করা হয়েছে, তার অর্থ কী শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি না শরীআতের অন্যান্য আদেশ-নিষেধও? বলা হয়েছে :

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ـ

'তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ চিত্তে দীনকে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে– এটাই সঠিক দীন।' (সূরা বায়্যিনাহ : ৫)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস করছে না, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকিছু হারাম করেছেন তা হারাম করছে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করছে না।' (সূরা তাওবা : ২৯)

এ কিতাব তার নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছে :

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ـ

'হে নবী! আমি ন্যায় ও সত্যসহ আপনার কাছে এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে আলো দেখিয়েছেন তার সাহায্যে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন।' (সূরা নিসা : ১০৫)

ব্যাখ্যার এ ভ্রান্তি যে জিনিসটির সাথে সবচেয়ে বেশি সাংঘর্ষিক, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজের বিরাট কাজ। যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাত যুগে

সমাধা করেছেন। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই যে গোটা আরবকে বশীভূত করেছিলেন এবং বিস্তারিত শরীআত বা বিধি-বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন, যা আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি ন্যায়বিচার এবং যুদ্ধ-সন্ধিসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল তা কে না জানে?

দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়ার পর আল্লাহ্ এ আয়াতের সর্বশেষ অংশে যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে, 'وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ' অর্থাৎ 'দীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না' কিংবা 'তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না'।

দীনে বিভেদের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে এমন কোনো অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বা না মানার ওপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করছে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং মান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। দীনের মধ্যে এ ধরনের বিভেদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

সূরা আন'আমের ১৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

'যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, নিঃসন্দেহে (হে নবী!) তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তারা কী করেছে, সে কথা তিনিই তাদেরকে জানাবেন।'

নবী করীম (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহর সত্য দীনের সকল অনুসারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বক্তব্যের সারনির্যাস হচ্ছে, এক আল্লাহকে ইলাহ্ ও রব বলে মেনে নিতে হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অধিকারে কাউকে শরীক করা যাবে না। আল্লাহর সামনে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে মনে করে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলদের ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে ব্যাপক মূলনীতি ও মৌল বিষয়ের শিক্ষা

দিয়েছেন, সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। এগুলোই চিরকাল আসল দীন হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং এখনো যথার্থ দীন বলতে এগুলোকেই বোঝানো হচ্ছে।

জন্মের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেক মানুষকে এ দীনই বা একমাত্র জীবনবিধান ইসলামই দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগের লোকেরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ও মানসিকতার ভ্রান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে অথবা নিজেদের প্রবৃত্তি ও লালসার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে বা ভক্তির আতিশয্যে এ আসল দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের সৃষ্টি করেছে। এ দীনের মধ্যে তারা নতুন নতুন কথা মিশিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের কুসংস্কার, কল্পনা, বিলাসিতা, আন্দাজ-অনুমান ও নিজেদের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ছাঁচে ফেলে তার আকীদা-বিশ্বাসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং কাট-ছাঁটের মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে; অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে তার বিধানসমূহের সাথে জুড়ে দিয়েছে; মনগড়া আইন রচনা করেছে; আইনের খুঁটি-নাটি বিষয়গুলো নিয়ে অযথা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে; ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ করার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে; গুরুত্বপূর্ণকে গুরুত্বহীন এবং গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে।

যেসব নবী-রাসূল এ দীন প্রচার করেছেন এবং যেসব মহান মনীষী ও বুযুর্গ এ দীনের প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করে গেছেন, তাদের কারো কারো প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে; আবার কারো কারো প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে; এভাবে অসংখ্য ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে চলেছে। এদের প্রত্যেকটি ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব মানবসমাজকে কলহ, বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। এভাবে মানবসমাজ দ্বন্দ্বমুখর দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে চলেছে। কাজেই বর্তমানে যে ব্যক্তিই আসল দীনের অনুসারী হবে, তার জন্যে এসব বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় ও দলাদলি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাদের থেকে নিজেদের পথকে আলাদা করে নেওয়াই হবে অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্রে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনে মুমিনদের করণীয়

প্রিয় ঈমানের দাবিদার ভাই ও বোনেরা! O Believers! শত-সহস্র মাইলের আকাশপথ পাড়ি দিয়ে পাশ্চাত্যের সর্বোন্নত দেশসমূহের বুক চিরে সম্পদের পাহাড় গড়নে মনোনিবেশ করছেন। আপনার মতো শত কোটি জনতা প্রতিনিয়ত জীবনসংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে আপনার নিজ দেশে। হাজার কোটি জনতার মধ্য থেকে আপনার মতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে ধনে-মানে মর্যাদার উচ্চাসনের সিংহচূড়ায় আসীন করানোর জন্যে বাছাই করলেন যিনি এবং যিনি আরো বড় ধরনের কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আপনাকে বাছাই করলেন, তা কি মুহূর্তের জন্যেও ভেবে দেখেছেন? Did you ever think why Allah had chosen you out of the billions of people?

শুধু দুনিয়ার সম্পদের পর্বতসম স্তূপ তৈরি করা, গগনচুম্বী সুদর্শন প্রাসাদ তৈরি করা, একটির পর একটি বিলাসবহুল অট্টালিকার মালিক হওয়া, ব্যবসার পর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা– শুধু কি এতটুকুই আপনার দায়িত্ব? একজন মুসলমান হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। A Muslim is more responsible than any other human beings who completely surrendered to Allah Subhanahu Wata'ala.

যিনি আল্লাহর মর্জির ওপর নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সোপর্দ করে দিচ্ছেন, আমিত্বের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই, নিজের যাবতীয় ইচ্ছা-বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুসারী হচ্ছেন যিনি, তিনিই তো মুসলমান।

একজন মর্দে মুমিন দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, এমনই গভীর জঙ্গলে গিয়ে অবস্থান করলেও সে হবে তথাকার সকল মানবগোষ্ঠীসহ প্রতিটি সৃষ্টির কাছে সর্বোত্তম আদর্শের অনুসারী ও নমুনা। A Muslim must be a model of real and perfect Islam so that all the creatures have to follow him and his ideology.

তার আদর্শের কাছে সকল সৃষ্টি মাথা নত করে দেবে। সে তো অন্য আদর্শের কাছে মাথা নত করতে পারে না। He never bow down his head to any other ideology.

কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও উন্নত মানের নৈতিক চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে সে নিজেকে ইসলামের একনিষ্ঠ মডেল হয়ে দাঁড়াবে অন্য সকলের সামনে। তাহলেই সে দা'ঈ ইলাল্লাহ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হবে। আর দা'ঈ ইলাল্লাহ এর দায়িত্ব প্রতিটি মুমিনকেই পালন করতে হবে।

Each and every Muslim must be a preacher of the Truth and True Deen and must be egaged himself to establish the complete code of life.

আল্লাহর দেওয়া চব্বিশটি ঘণ্টা থেকে একটি ঘণ্টা দীনী ইলম অর্জন এবং একটি ঘণ্টা দীনের প্রচারকাজে ব্যয় করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। Must have spend an hour in acquiring Islamic knowledge and an hour in preaching out of God gifted twenty four hours in a day.

একজন মুসলমান পরিকল্পিতভাবে চব্বিশটি ঘণ্টার যথাযথ ব্যবহার করলে জ্ঞানে-গুণে, ইলমে-আমলে, যোগ্যতা-অভিজ্ঞতায় উন্নীত হবে এক হীরক খণ্ডে। A Muslim must develop himself in education and knowledge, skillfulness and experience have to have like a piece of Diamond.

এগিয়ে যাবে স্বীয় জীবনে আল্লাহর দেওয়া একমাত্র জীবনবিধানের অনুসরণ আর সমাজজীবনে তার বাস্তবায়নের সিপাহশালার রূপে।

এ দেশে কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন বলে জানা নেই। আর এ জন্যেই পুরো দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও কালচার থেকে আপনাকে আমাকে আমেরিকার মতো এক সুবিশাল ভূখণ্ডে নিয়ে এসেছেন। তাই নবী-রাসূলের উত্তরসূরি হিসেবে আপনাদেরকে এ দেশবাসীর কাছে দীনের দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। দীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাদের মাঝে বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে পেশ করতে হবে। তাদের মাঝে ইসলামীক বই-পুস্তক বিলি করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এ দেশে তো আর দীন কায়েমের আন্দোলনের মিছিল, মিটিং আর স্লোগানে সময় ব্যয় করতে হচ্ছে না। এখানে শুধু দুটো কাজ করতে হবে। তা হচ্ছে, স্বীয়

নৈতিক মান বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের ও পারিবারিক জীবনে তার বাস্তবায়ন এবং দাওয়াতে দীনের কাজ। দুনিয়ার বুকে ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ডিগ্রি লাভ করেছেন। বিদেশ থেকেও আরো উচ্চতম ডিগ্রি লাভ করে বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন। এবার দুনিয়ার উন্নততম দেশে Millionaire হওয়ার আশায় পাড়ি জমিয়েছেন। সবই তো হলো, আর কী পাওয়ার আছে? What you gone-e does now?

মুসলমান হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে হবে Must have try to identify own self as a Muslim। এ জন্যে দীনী ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে For this, have to acquire Islamic knowledge। কুরআন, হাদীস ও ইসলামীক সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে Have to study the Quran, Hadith and Islamic Literatures। ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে বিশেষজ্ঞ হতে হবে Must have to be a specialist by acquiring the Islamic knowledge।

আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত পন্থায় সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-এর অনুসরণে আপনার আমলি জিন্দেগীকে তাদের সামনে ইসলামের মডেল Model হিসেবে পেশ করতে হবে।

ডলার, স্টারলিং, পাউন্ড, গ্রিন কার্ড, সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, আমেরিকান, কানাডিয়ান বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট কাল আখিরাতের আদালতে কোনো কাজে লাগবে না। Nothing can be used in the Day of Judgement other than 'Amal-e Saleh.

মৃত্যুর পর তিন টুকরো বা পাঁচ টুকরো সাদা কাপড়ের কাফন পরিয়ে কবরে সমাহিত করা হবে। টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, বাড়ি-গাড়ি কোনো কিছুই সাথে যাবে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্ কর্তৃক দু'জন Honorable Guards or Angels কিরামান কাতিবীন সম্মানিত ফেরেশতাদ্বয় জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করছেন Including the movies which includes all the deeds in life. সে আমলনামাখানাই সাথে যাবে সম্মানিত ফেরেশতাদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে।

দাওয়াতে দীনের কাজে যেটুকু Time, energy and labor ব্যয় করা হবে তাকে ওসিলা করেই আখিরাতের আদালতে নাজাতের সম্ভাবনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

Fortunately millions of Muslims-এর পক্ষে পাশ্চাত্যের সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত ও নিয়ামত। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতাআলার নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ দাওয়াতে ইকামাতে দীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট ইসলামের অমিয় সুধা তুলে ধরা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

যার যতখানি যোগ্যতা আছে, তার দীনী ও দুনিয়াবী সকল যোগ্যতাকে সঠিক খাতে কাজে লাগিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে সকল মানুষের নিকট Organized and planned way-তে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পিতভাবে প্রত্যেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে দু'জন স্বদেশি, দু'জন অমুসলিম সাদা-কালো এবং দু'জন ভিনদেশি মুসলিমের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে থাকলে বছরে জনপ্রতি কমপক্ষে বাহাত্তর জনের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠে। এভাবে পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে পেরেশান হয়ে কাজ করা হলে কম সময়ের মধ্যেই পাশ্চাত্যের সকল মানুষের নিকট ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেশ করা সম্ভব।

অমুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের প্রতিটি অমুসলিমের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্বের অবহেলা হলে নিঃসন্দেহে কাল আখিরাতের আদালতে কঠোরভাবে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আরবের বুকে দাওয়াতে দীনের কাজের মাধ্যমে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-কে পাঠিয়েছেন। ভাষাগত দিক থেকে বিভিন্নতা থাকলেও তাঁরা দুনিয়ার মানুষের সামনে দীনের দাওয়াত তুলে ধরেছেন কথা, কাজ, আমল-আখলাক, চরিত্র-মাধুর্য, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সকল প্রকারের কাজ-কর্মের মাধ্যমে।

প্রিয় দীনী ভাই ও বোনেরা! আপনারা না আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী, খালেদ বিন ওয়ালীদ, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, তারেক, মূসা, তিতুমীর, শাহজালাল, বারো আওলিয়া আর খান জাহান আলীর উত্তরসূরি? আপনাদের

নেতা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) না চৌদ্দটি যুদ্ধে সেনাপতি আর তেরোটি যুদ্ধে সাধারণ সেনা ছিলেন? তিনি না রক্তপাতহীন বিপ্লব করে মক্কা বিজয় করেছেন? তিনি না আরবের অশান্ত সমাজে শান্তির রাজ্য কায়েম করেছেন এক রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে?

আপনাদের নেতা খলীফা ওমর না অর্ধ দুনিয়ার শাসক ছিলেন? তাঁর সময় না একটি কুকুরও না খেয়ে মরেনি? সে সময় না যাকাতের টাকা খাবার মতো লোক সমাজে খুঁজে পাওয়া যেত না? তাদের মান-মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধি-জ্ঞান, হিকমত-বিজ্ঞান, টাকা-কড়ি কোনো অংশে কি কম ছিল? আল্লাহ্ প্রদত্ত আর রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে জ্ঞান ও হিকমতের সাথে উত্তম পন্থায় দীনের আমল ও প্রচার করে বিশ্বব্যাপী তারা কুরআনের রাজ্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন।

আজকের মুসলমানরা তো জনসম্পদের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। বর্তমানে একশত তিরিশ কোটিরও বেশি মুসলমান। অধিকাংশ অর্থসম্পদ, তেল-গ্যাসসহ যাবতীয় খনিজসম্পদ মুসলমানদেরই হাতে। আল্লাহর নিয়ামত মুসলমানরাই সবচাইতে বেশি লাভ করছে। শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মুসলমানরা কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না এখনো নেই। পিছিয়ে রয়েছে শুধু দীন থেকে দূরে অনেক দূরে।

মুসলমানদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কুরআনের জ্ঞান আহরণ করছে না। কুরআন অধ্যয়ন করছে না। হাদীস চর্চা চলছে না। বিষয়ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করছে না। ইসলাম অনুসরণ ভুলে গিয়েছে।

ফরযের চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে নফলের। শবে বরাতের রাতকে ভাগ্য রজনী মনে করে রাতভর ইবাদাত-বন্দেগী চলে সর্বত্র অথচ ফরয নামাযগুলো আদায়ের বিন্দু পরিমাণ চিন্তাও মনের গহীনে উদিত হচ্ছে না। কোনো কোনো মসজিদে ঈদের নামাযে পাঁচ-ছয়টা জামাআতেও জায়গার সংকুলান করা যাচ্ছে না। অথচ জুমুআর নামায এক জামাআতও পুরো হচ্ছে না। আর পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের কোনো কোনো ওয়াক্তের মুসল্লির অভাবে একাকীও নামায আদায় করতে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে নফল ও মুস্তাহাবের গুরুত্ব আছে; কিন্তু তা তো ফরয, ওয়াজিব আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদার চেয়ে বেশি নয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহু আকবার রবে গর্জে উঠুন সিংহের মতো আরেকবার। রাসূল (স) প্রদর্শিত আলোর মশাল হাতে নিয়ে আল কুরআনের

পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন। মুখে আল্লাহর নাম, বুকে নিয়ে আল কুরআন ছড়িয়ে পড়ুন বিশ্বব্যাপী, পৌঁছিয়ে দিন দীনের দাওয়াত। তাগূতকে উপেক্ষা করুন, দাজ্জালের পথ থেকে সরে দাঁড়ান আর আত্মঘাতী যতসব মানববিধ্বংসী, মানবতাবিরোধী অপ-পরিকল্পনা পরিহার করুন। তাওবার দুয়ার আল্লাহর দরবারে উন্মুক্ত। তরতাজা মুমিনের উন্নত নৈতিক চরিত্র-মাধুর্যতায় অবগাহন করে আর্তমানবতার সেবায় ছড়িয়ে পড়ুন সর্বত্র।

আল্লাহর রঙ ধারণ করো। আর কার রঙ তাঁর চেয়ে ভালো বা উত্তম? আমরা তো তাঁরই ইবাদাতকারী। (সূরা বাকারা : ১৩৮) [Our Sibghah (religion is] the Sibghah (Religion) of Allah (Islam) and which Sibghah (religion) can be better than Allah's? And we are His worshippers (Tafsir Ibn Kathir) Al-Baqara, v.138.

আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে, কুরআনের আলোতে আলোকিত হয়ে, সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-এর অনুসরণে রাসূল (স)-এর পথ ধরে কালেমার দাওয়াত মুখে নিয়ে সকল বাধার বৃন্দাচলকে পদদলিত করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হবে।

উত্তম পন্থায়, হিকমতের সাথে, বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের অমিয় বাণী তুলে ধরা ঈমানের দাবি। তাহলে মঞ্জিলে-মকসুদে নিরাপদে নিরাপদে নিভৃতে একদিন নিঃসন্দেহে উপনীত হবেই। এতেই দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি ও নাজাত লাভের সম্ভাবনা।

দাওয়াতে দীনের কাফেলায় শরীক হওয়ার আগ্রহীদেরকে সুসংগঠিত করে দীনের উপযুক্ত শিক্ষায় যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েমের যোগ্য কর্মী রূপে গড়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে ঈমানী জযবা সৃষ্টি করতে হবে এবং আমলে সালেহ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে খালেদ বিন ওয়ালীদ, আলী, হামযা আর তিতুমীরের উত্তরসূরিরূপে।

যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পুরো দুনিয়ায় দাওয়াতী কাজ কিভাবে করবে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া দীন কায়েমের কুরআনী নির্দেশ সুনির্দিষ্ট করে শুধু কোনো দেশ ও জাতি ও ভাষা-ভাষী মানুষের জন্যে নয় বরং পুরো মানবগোষ্ঠীর জন্যে নাযিল হয়েছে। তাই সকল ভাষা-ভাষী জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পুরো মানবগোষ্ঠীর কাছে আল্লাহর বাণী আল কুরআনের বিপ্লবী আহ্বান পৌঁছিয়ে দেওয়া প্রতিটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব। আজকের অত্যাধুনিক বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়ে যে দেশটি নেতৃত্ব দিচ্ছে গোটা দুনিয়ার সে দেশের নিয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত বৈষয়িক উন্নতি সাধনে গৌরবান্বিত লাখো-কোটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর দাবিদারগণও। ধরাপৃষ্ঠে শুধু নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রতিযোগিতায় আল্লাহর বান্দাহরা কেউই পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে থাকল আল্লাহর মনোনীত সর্বোত্তম দীনকে রাসূল (স)-এর দেখানো পথে সাহাবায়ে আজমাঈন (রা)-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠা করার সর্বোত্তম কাজ থেকে। যার ছোঁয়া ফেলে গোটা মানবজাতি দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে নাজাত লাভের দিকনির্দেশনা পেতে পারত। যাদেরকে আল্লাহ মেহেরবানী করে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনোনীত করলেন তারা তো নিজেদের মর্যাদার মূল্য দিতে পারল না। আল্লাহর বাণী আল কুরআনের বিপ্লবী আহ্বান মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবগোষ্ঠীর কাছেই পৌঁছানোর মাধ্যমে তার মর্যাদা যে বৃদ্ধি পাবে– এটা চিন্তায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। ম্যানহাটনের ইউনিয়ন স্কোয়ারের ডিজিটাল ঘড়িটির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে কত দ্রুত সময়ের চাকা ঘুরছে। তার চেয়েও দ্রুত গতিতে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে পৌঁছানো হয়েছে আল্লাহর বাণী তাঁর প্রিয় বান্দাহর কাছে ছড়িয়ে দিতে বিশ্বময়। আখিরাতের আদালতে সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে হলে এর বিকল্প নেই। আল্লাহর দেওয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করা হলে দাওয়াতে ইকামাতে দীনের কাজও সকল কাজের মতো সহজতর হবে– তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ইকামাতে দীনের দ্রুততম, অতি সম্ভাবনাময় ও সফল বাস্তবায়নে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে :

ইকামাতে দীনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ

বাস্তবায়নপদ্ধতি

১. ক. নিজ ভাষার মুসলমানদের প্রতি : ইসলামী আদর্শকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজ ভাষা-ভাষী মুসলমানদের প্রতি আকুল আহ্বান জানাতে হবে।

আমরা এমন এক দেশে অবস্থান করছি, যা আপনার দেশ থেকে পনেরো-বিশ হাজার মাইলের দূরত্বে অবস্থান করছে। আপনি নিজ দেশে যে দল, মত ও পথেরই অনুসারী ছিলেন, তা এখানে কোনো কাজে লাগছে না। আর আপনার দেশেরও কোনো উপকারে আসছে না। কারণ, আপনার নিজ দেশের নীতি ও মতামতের গুরুত্ব এ দেশে নেই। তাই এ দেশে আপনার আমার একটাই আদর্শ, চরিত্র, আমল-আখলাক, চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, পোশাকাদি, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। অনৈসলামী সমাজের কলুষিত স্রোতধারায় অবগাহন করা ইসলামী নীতি ও নৈতিকতার বিরোধী। দীনের অনুসরণ করা এখানে নিজ দেশ থেকেও সহজ। কারণ, এখানে আছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। যার যার ধর্ম সে সে যথাযথভাবে পালন করলে প্রশাসনও খুশি। ড্রাগলেস ও ক্রাইমলেস সমাজ বা কমিউনিটি গড়নে আপনার ভূমিকা থাকতে হবে সবচাইতে বেশি। তাহলে শত-সহস্র মানুষ আপনার অনুসরণ করে দীনের নিবু নিবু প্রদীপকে প্রজ্বলিত করবে।

খ. অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদের প্রতি : ইকামাতে দীনের গুরুত্ব তুলে ধরে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দাওয়াতে দীনের প্রচার ও প্রসারকাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে।

অন্যান্য ভাষা-ভাষী মুসলমানগণের অধিকাংশই ইসলামী জ্ঞান, ভাষাগত জ্ঞান, ইসলামকে অনুসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের চাইতে অধিক অগ্রসর। তাদেরকে দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হলে এ কাজে আমাদের চেয়ে বেশি বেশি সময়ের কুরবানী করতে তারা এগিয়ে আসবে।

গ. নও-মুসলমানদের প্রতি : কুরআন শিক্ষা, নামায-রোযা শিক্ষাসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানানো ও সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সপ্তাহে একদিন এসব

ভাইদের একত্রিত করে দীনের তালিম বা শিক্ষা প্রদান ও নামাযের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করতে হবে।

২. অমুসলমানদের প্রতি

ইসলামের সঠিক রূপ বা আদর্শ বা শিক্ষা তুলে ধরার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিম্নরূপ :

ক. প্রতিবেশীদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ইসলামী আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

খ. বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে ক্যালেন্ডার, মুসলিম স্কলারদের বই, দাওয়াতী ক্যাসেট, অর্থসহ কুরআনের ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি ও হালাল গিফ্‌ট প্রদান করতে হবে।

গ. চা, কফি, সফট ড্রিঙ্কস, চা-চক্র, প্রীতিভোজ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে ও গ্রুপভিত্তিক টেবিল টকের পরিবেশ গড়ে তোলা ও দীনের পরিচয় তুলে ধরার কাজ করতে হবে।

ঘ. বাস, সাব-ওয়ে, এয়ার লাইনস্ ইত্যাদি'র যাত্রীদের সাথে বিশেষ করে পার্শ্বের সিটের যাত্রীর সাথে, ক্যাব লিভারি ও লিমোজিন কাস্টমারের সাথে সুযোগ বুঝে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করে মুসলমান ও ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা এবং ইসলামী বই গিফট দেওয়া যেতে পারে।

ঙ. যেসব জায়গায় ও কাজে লাইনে দাঁড়াতে হয়, সেসব জায়গায় আপনার আগে-পিছের ভাইদের সাথে সুযোগ বুঝে কথা বলা এবং বই গিফ্‌ট দেওয়া যেতে পারে।

চ. আপনার নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, কনস্ট্রাকশন কাজে, অফিস-আদালতে, সুপারমার্কেটে, রেস্টুরেন্টে, পিজা সপে, লন্ড্রোমেটে, স্কুলে বাচ্চা পিকআপে সর্বত্র কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতে হবে।

ছ. মাঝে-মধ্যে পরিচিতদের সাথে টেলিফোনেও সুখে-দুঃখের খোঁজ-খবর নেওয়া ও প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতায় দারাজ দিলের অধিকারী হতে হবে।

জ. অমুসলমানদেরকে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি এলাকায় মাসে কমপক্ষে একটি বিশেষ দাওয়াতী গ্রুপ বের করতে হবে।

ঝ. প্রতিটি এলাকায় মাসে কমপক্ষে যেকোনো সপ্তাহে একটি চার্চে গিয়ে কুশলবিনিময় করা, বক্তব্যের সুযোগ নেওয়া এবং একত্রে হাল্কা নাশ্‌তা বা লাঞ্চের ব্যবস্থা করবে এতে বিশেষ কোনো মেহমানও রাখা যেতে পারে।

প্রতি মাসে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ এভাবে করার পদ্ধতি

১. ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত

বাস্তবায়নপদ্ধতি : প্রতিদিনের কর্মসূচির সাথে কমপক্ষে একজনকে দাওয়াত দিতে হবে এ পরিকল্পনাকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হলে দাওয়াতি কাজ সম্প্রসারিত হবে বহুগুণে নিঃসন্দেহে। আর এ কাজের জন্যে আপনার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনার চলা-ফেরার পথে, কাজ-কর্মের ফাঁকে, কর্মক্ষেত্রের সহযোগীদের সাথে, মাঠে-ঘাটে, শপিংয়ে, সাব-ওয়েতে সর্বত্রই হাজারো জনতা দীনের দীক্ষা লাভের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ। এদের কাছে আল্লাহর বাণী তুলে ধরতে হবে। প্রতি মাসে কমপক্ষে প্রত্যেক মুমিনকে যে কাজ করতে হবে : (ক) নিজ ভাষার মুসলমান দুই জনকে, (খ) অন্যান্য ভাষার মুসলমান দুই জনকে এবং (গ) অমুসলমান (এ দেশবাসী) দুই জনকে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

২. গ্রুপভিত্তিক দাওয়াত দান : দীন কায়েমের কাফেলায় শরীক প্রতিটি মুমিন প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি দাওয়াতী গ্রুপে অংশগ্রহণ করবেন। পরপর তিন মাস শরয়ী ওজর ব্যতীত দাওয়াতী গ্রুপে অংশগ্রহণ করা না হলে বড় ধরনের কাফফারা প্রদান করবেন এবং পরবর্তী মাসে দ্বিগুণ কাজ করে পূর্বের কাযা আদায় করবেন।

৩. কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ বা পড়ানো

বাস্তবায়নপদ্ধতি : প্রতি মাসে কমপক্ষে প্রত্যেক মুমিন কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করবেন এবং পড়াবেন। এ জন্যে প্রত্যেককে সাথে দু-চারটি দাওয়াতী বই রাখতে হবে। ক. নিজ ভাষার মুসলমান দুই জনকে, খ. অন্যান্য ভাষার মুসলমান দুই জনকে এবং গ. অমুসলমান (এ দেশবাসী) দুই জনকে বই, ক্যাসেট ইত্যাদি পড়াতে বা বিতরণ করতে হবে।

৪. সাধারণ বৈঠক বা দাওয়াতী বৈঠক

বাস্তবায়নপদ্ধতি : দীন কায়েমের কাফেলায় শরীক প্রতিটি মুমিন প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে দাওয়াতী বৈঠক (দু'জনকে নিয়ে হলেও) পরিচালনা

করবেন। ইসলামী কাফেলার শপথের প্রতিটি মুমিন অবশ্যই একটি দাওয়াতী বৈঠক পরিচালনা করবেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে দীনের তালিম দিয়ে ইলমে আমলে উক্ত দাওয়াতী বৈঠককে মানে পৌছাতে হবে।

৫. আল কুরআনের দারস বা তাফসীর মাহফিল

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : এলাকাভিত্তিক মসজিদ কিংবা বাসায় প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি আল কুরআনের দারস বা তাফসীর মাহফিল করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. দাওয়াতী পক্ষ বা মাস পালন : বাস্তবায়নপদ্ধতি

ক. নিজ ভাষা-ভাষী মুসলমানদের কাছে দাওয়াত : নিজ ভাষা-ভাষী মুসলমানদের কাছে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে বছরে দুটি দাওয়াতী পক্ষ বা মাস পালন করতে হবে।

খ. অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত : অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে বছরে দুটি দাওয়াতী পক্ষ বা মাস পালন করতে হবে।

[সফল বাস্তবায়নে : প্রত্যেক এলাকার সমমনা মুমিনগণ তথাকার পুরো জনশক্তিকে একেকটি সম্ভাব্য এলাকা বেছে নিয়ে সে এলাকায় একত্রিত হয়ে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কাজে বের হওয়া]

৭. ইফতার মাহফিল, রামাদান ডিনার বা চা-চক্র : বাস্তবায়নপদ্ধতি

ক. ইফতার মাহফিল : ইকামাতে দীনের কাফেলার জনশক্তির পরিচালনাধীনের যেসব প্রজেক্ট বা মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে বা হবে সেখানে প্রতিদিন ইফতারির পরিবর্তে পুরুষদের ১টি, মহিলাদের ১টি, ইয়ুথ গার্লসদের ১টি এবং অন্যান্য ভাষা-ভাষী মুসলিম ও নও-মুসলিমদের নিয়ে ১টি ইফতার মাহফিল করা যেতে পারে। বাকি ২৪/২৫ দিন নুরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার ক্লাস (সকাল ৮.০০ ঘটিকা থেকে ইফতার পর্যন্ত) চালু করা যেতে পারে।

খ. রামাদান ডিনার : এলাকাভিত্তিক মুমিনগণ রামাদান মাসে কমপক্ষে ৩টি চার্চে অমুসলমানদের নিয়ে রামাদান ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে ২/১ জন মেহমানের মাধ্যমে ইসলামের পরিচিতি, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক অমুসলমানকে আল কুরআন পরিচিতি, ইসলাম পরিচিতিসহ বিভিন্ন বেসিক ইসলামী বই, ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি উপহার দেওয়া যেতে পারে।

গ. চা-চক্র

প্রত্যেক এলাকায় প্রতি তিন মাসে অমুসলমান পুরুষদের একটি ও অমুসলমান মহিলাদের একটি চা-চক্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে বিশিষ্ট মেহমানের মাধ্যমে তাদের কাছে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা হবে। এতেও অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক অমুসলমানকে আল কুরআন পরিচিতি, ইসলাম পরিচিতিসহ বিভিন্ন বেসিক ইসলামী বই, ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি উপহার দেওয়া যেতে পারে। কে জানে সেখান থেকে হযরত ওমরের মতো বীরপুরুষ বেরিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবে না এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে না।

রমযান মাস ছাড়াও বাকি সময়ে প্রতি তিন মাস অন্তর কমপক্ষে একটি করে চা-চক্র মুসলমান পুরুষ, মহিলা, ইয়ুথ বয়েজ ও ইয়ুথ গার্লসদের নিয়ে করা যেতে পারে।

অমুসলমান ইয়ুথদের নিয়ে প্রতি চার মাসে একটি করে চা-চক্রের ব্যবস্থা করে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের গিফট দেওয়া যেতে পারে এবং তাদের কাছে ইসলামের অমিয় আহ্বান পৌছানো একান্তই আবশ্যক। কে জানে সেখান থেকে কিশোর হযরত আলীর মতো যুবক বেরিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে ইকামাতে দীনের কাণ্ডারি হবে না?

দীন কায়েমে সংগঠন অপরিহার্য : এজন্যে যে কাজগুলো করা অত্যাবশ্যক–

ক. বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মুসলমানদেরকে সংগঠিত করা : বিভিন্ন ভাষা-ভাষী যে সকল মুসলমান ইসলামকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করেছেন তাঁদেরকেও সংঘবদ্ধ করতে হবে। এ জন্যে–

১. যাঁরা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁরা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা চালাবেন;

২. বাস্তব জীবনে ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করবেন;

৩. মুসলমানদেরকে ইসলামের দাবি পূরণের জন্যে উৎসাহিত করবেন;

৪. অমুসলিমদের নিকট ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করবেন;

তাদেরকেও উম্মাহ'র কাফেলায় শরীক ও সংগঠিত করা এবং নিজ ভাষা-ভাষীদের নিয়ে যেসব কার্যক্রম হবে তদনুরূপ স্তরবিন্যাস, বৈঠকাদি ইত্যাদি পরিচালনা করা। এজন্যে পরীক্ষামূলকভাবে যেকোনো একটি এলাকাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

খ. আমেরিকায় অধ্যয়নশেষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেসব ইয়ুথ তাদেরকে সংগঠিত করা : নিজ ভাষা-ভাষী যেসব ইয়ুথ আমেরিকায় পড়াশোনা শেষে এ দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বিভিন্নভাবে তাদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া। তাদেরকে সংগঠিত করে তাদের মাধ্যমে যে কাজগুলো করা যেতে পারে তা হচ্ছে :

১. বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মুসলমানদেরকে সংগঠিত করা।

২. পরিকল্পিতভাবে অমুসলমানদের কাছে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছে দেওয়া।

৩. দাওয়াতপ্রাপ্ত নও-মুসলমানদেরকে সংগঠিত করা।

গ. নিজ ভাষা-ভাষী যাদের আমেরিকান স্ত্রী বা স্বামী আছে তাদেরকে সংগঠিত করা : নিজ ভাষা-ভাষী যেসব ভাই-বোন আমেরিকানদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, তাদের স্ত্রী ও স্বামীদেরকে সংগঠিত করা।

ঘ. পেশাভিত্তিক সংগঠন কায়েম করা : আমেরিকায় অধ্যয়ন শেষে যারা এ দেশে শিক্ষকতা করছেন, যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ইয়োলো ক্যাব লিমোজিন, রিভারি বাস ও সাব-ওয়ে বা ট্রেন অপারেটর তাদেরকে নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পেশাভিত্তিক সংগঠন কায়েম করা।

ঙ. নবাগতদের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা : দুনিয়ার যেকোনো দেশ থেকে ইসলামী কাফেলার সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে এ দেশে এসেছেন এবং এ দেশে ইসলামী কাফেলার সাথে সক্রিয়ভাবে কার্যকলাপে জড়িত হয়েছেন তাদেরকে সংগঠিত করে সামনে এগিয়ে নেওয়া এবং দাওয়াতী বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথে জড়িত করানো।

প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম : উম্মাহ'র একটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ থাকতে হবে। এ বিভাগের অধীনে যে কাজগুলো করা সম্ভব হবে তা হচ্ছে :

১. শিশু-কিশোরদের উপযোগী আমেরিকান ইংরেজি ভাষায় ছোট ছোট ইসলামী বই লেখা ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া।

২. নিউ জেনারেশন ও অমুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাফহীমুল কুরআন, রিয়াদুস সালেহীনসহ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামীক বইগুলো আমেরিকান ইংলিশে অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ করা।

৩. অমুসলমানদেরকে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে এ দেশের চাহিদানুযায়ী নতুন নতুন ইসলামী বই লেখা ও প্রকাশ করা।

৪. ইসলামী আচরণবিধি সংক্রান্ত, ড্রাগ ও ক্রাইমমুক্ত সমাজ গঠনে শিশু-কিশোরদের ভূমিকা সম্পর্কে বই লেখা ও প্রকাশ করা।

শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম : শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নিউ জেনারেশনকে ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রতি আকৃষ্ট করানোর লক্ষ্যে–

১. প্রতি চেপ্টারের উদ্যোগে একটি ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে স্বল্প সময়ে একে হাই স্কুলে পরিণত করা সম্ভব হতে পারে।

২. আমেরিকার প্রি-স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল ও হাই স্কুলের পাঠ্যসূচি বা কারিকুলামের সাথে সমন্বয় করে ইসলামী স্কুলে পঠিতব্য শিশু-কিশোরদের উপযোগী ইসলামী বই লেখা ও প্রকাশ করা এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এসব উপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পুরো আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল মানবগোষ্ঠীর কাছেই দীনের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাহলেই আখিরাতের আদালতে পুরো মানবজাতির সামনে মুসলমানরা সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। আর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-ও আপনার-আমার জন্যে সাক্ষী হবেন। অন্যথায় নিঃসন্দেহে আখিরাতের আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আপনাকে দেওয়া প্রতিটি মুহূর্তের চুলচেরা হিসাব আখিরাতের আদালতে দিতে হবে, কী কাজে তা ব্যয় করা হয়েছে।

সমাপ্ত